দৈনিক
ইনকিলাব

21 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

সশস্ত্র মহড়ার মুখে কুমিল্লা ছাত্রলীগের সম্মেলন স্থগিত করে নেতাদের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

কুমিল্লা জেলা সংবাদদাতা ঃ বিবদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে সশস্ত্র মহড়া, তীব্র উত্তেজনা এবং হামলা-পাল্টা হামলার মুখে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন আবারো স্থগিত হয়ে গেছে। ৬ মাসের মধ্যে অন্তত ৬ বার সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে আজ (২১ মে, বুধবার) তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সম্মেলন উপলক্ষে কুমিল্লায় আসলেও সশস্ত্র মহড়ার মুখে সম্মেলন স্থগিত করে গতকাল (সোমবার) দুপুরে ঢাকায় চলে গেছেন।

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

কুমিল্লা ছাত্রলীগের সম্মেলন

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আজকের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সোমবার কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক মোবারক আহমেদ, অর্থ সম্পাদক মোরশেদ ও জনসংযোগ সম্পাদক মাসুদ খান দুলাল কুমিল্লা পৌঁছেন। এ তিন কেন্দ্রীয় নেতা শহরের নজরুল এভিন্যুয়ের 'আশিক' আবাসিক হোটেলে ওঠেন। রাতে তারা ছাত্রলীগের বিবদমান ৪টি গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। রাত সাড়ে ৯টায় সোহেল গ্রুপের নেতারা কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কবির, এনাম এবং মিঠু গ্রুপের সমর্থক ক্যাডাররা হামলা করে। এ সময় সোহেল গ্রুপের শাহ মুজিবকে ক্যাডাররা রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মারধর করে। এ সময় ক্যাডারদের ভয়ে সোহেল গ্রুপের নেতারা কেন্দ্রীয় নেতাদের রুমে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই ক্যাডাররা অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি দিতে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সামনে অস্ত্র উঁচিয়ে কথা বলায় কেন্দ্রীয় নেতারা ক্ষুব্ধ হন। নিরাপত্তাজনিত কারণে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ আশিক হোটেল থেকে শহরের অদূরে মুহুরীখাল হোটেলে অবস্থান নেন। সেখানে উপজেলা ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলার কথা থাকলেও তা না করে নেতৃবৃন্দ সম্মেলন স্থগিত করে গতকাল দুপুরে ঢাকায় চলে যান। দুপুরে কুমিল্লা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সামনে সোহেল গ্রুপের সদস্যরা আশিক নামে এক কর্মীর প্রতি ককটেল নিক্ষেপ করে।

ছাত্রলীগের সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় নেতারা ঢাকায় চলে গেলে সাথে জেলা পর্যায়ের নেতারাও ঢাকার দিকে রওনা হয়ে যান। ১৯৯১ সালে আবদুল হাই জগলুকে সভাপতি ও চিত্তরঞ্জন ভৌমিককে সাধারণ সম্পাদক করে জেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে সম্মেলনে ব্যাপক সংঘর্ষের আশঙ্কায় তাদেরকেই পুনরায় নির্বাচিত করা হয়। ২০০২ সালের জুলাই মাসে একটি আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। ওই আহবায়ক কমিটিতে আহবায়ক ও সদস্য সচিব পদ ছিল না। জেলা ছাত্রলীগের এক নেতা বলেন, ছাত্রলীগের ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে কুমিল্লা ছিল এ থেকে ব্যতিক্রম। আহবায়ক কমিটিতে ৩ মাসের মধ্যে কমিটি গঠনের কথা থাকলেও অন্তত ৬ বার সময় পিছিয়ে ১০ মাস পর আজ ২১ মে সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত ছিল, সম্মেলনের সকল কার্যক্রমই সমাপ্ত হয়েছিল।